যুগান্তর

তারিখ 13 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এমসিকিউ আগে নেয়ায় বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

মুসতাক আহমদ

শুরুতেই এমসিকিউ পরীক্ষা নেয়ায় বিপাকে পড়েছে এসএসসি শিক্ষার্থীরা। অধিকাংশ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ, তারা শুরুতেই হোঁচট খাচ্ছে। উত্তর দিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সৃজনশীল পর্বে। দুই পর্বেই সমস্যা হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার আশংকা আছে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা এবং ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে আগে এমসিকিউ পরে সৃজনশীল অংশের উত্তর দিতে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মতে, পরীক্ষার হলে শুরুতেই এমসিকিউ অংশের প্রশ্ন দেয়া হয়। এতে পরীক্ষা নিয়ে তাদের মাঝে যে ভীতি কাজ করছিল তা আরও বেড়ে গেছে। ফলে জানা বিষয়েও সঠিক উত্তর লিখতে সমস্যা হয়েছে। এমসিকিউ উত্তরপত্রে কাটাকাটির সুযোগ না থাকায় ভুল উত্তর লিখে দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু আগে সৃজনশীল অংশের উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকলে দুই ঘণ্টার বেশি সময়ে ভীতি কেটে গিয়ে তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত। সৃজনশীল অংশের উত্তর লেখার মধ্য দিয়ে পুরো বইয়ের চিত্র মাথায় চলে আসে। এ

পরীক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

পরীক্ষার্থীরা : বিপাকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় এমসিকিউ উত্তর নিয়ে বেশি ভাবতে হয় না। তারা বলেন, পরীক্ষার শেষ অংশে এমসিকিউ দিলে অনেকটা ধীরে-সুস্থে উত্তর দেয়া যায়। সেক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম হওয়ায় নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের মতে, আগামীতে গণিত এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোর পরীক্ষা হবে। এসব বিষয়ের পরীক্ষায় এমসিকিউ এবং সৃজনশীল উভয় পর্বের উত্তর লেখার আগে খসড়া করতে হয়। শুরুতেই এমসিকিউ হওয়ায় প্রথমত, রাফ করার জন্য কাগজ সংকটে পড়বে তারা। সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেয়া নিয়ে তাদের সমস্যায় পড়তে হবে। আগে সৃজনশীল হলে ওই পর্বের প্রশ্ন তাদের হাতে থাকে। প্রশ্নের ভেতরই খসড়ার কাজ সারতে পারে। কিন্তু এবার সে সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'কিছু শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি নিজের স্বার্থে ও সুযোগ-সুবিধার লোভে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন বলে দেন। তাদের সুযোগ বন্ধ করতেই আগে এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষার নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে সবার ক্ষেত্রেই হবে। সুবিধা কেউ কম বা বেশি পাবে না।' অসাধু শিক্ষকের অপরাধের সাজা কেন শিক্ষার্থীরা ভোগ করবে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা একজনের শাস্তি অন্যকে দিচ্ছি না, চুরি ঠেকাতে যতদূর সম্ভব পাহারা দেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে খোঁজ নিতে গত ১ এবং ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর কয়েকটি কেন্দ্রে সরেজমিন গেলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভিন্ন অভিযোগের কথা জানান। শিক্ষকরাও বলেছেন নানা অনুযোগের কথা। তবে সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ায় কেউই নাম প্রকাশ করতে চাননি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের আজিমপুর শাখার একজন ছাত্রী বলেন, 'পরীক্ষার শুরুতে সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা হলে অনেক সুবিধা। প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে মাথা খুলে যায়। গোটা বই তখন মাথায় থাকে। এ অবস্থায় এমসিকিউ অংশের পরীক্ষা দিলে উত্তর করতে সুবিধা হয়।'

অগ্রণী স্কুল ও কলেজের আরেক ছাত্রী বলেন, 'সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত এবং বিজ্ঞানের কোনো কোনো বিষয়ের এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দিতে খসড়া করার প্রয়োজন হয়। স্কুলে প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ফাঁকা জায়গায় খসড়া করেছি। এখন সেই সুযোগ থাকছে না।' মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের এক ছাত্র জানিয়েছেন, 'আমরা এমসিকিউ অংশের পরীক্ষা পরে দিতে অভ্যস্ত। বোর্ডের পরীক্ষায় এসে আগে দিতে গিয়ে কেমন জানি খাপছাড়া মনে হচ্ছে।'

উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর বাবা (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক) জানান, এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষা আগে নেয়ার কারণ হিসেবে একশ্রেণীর শিক্ষকের অসাধুতাকে দেখানো হয়েছে। সরকার এক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এই অভিভাবকের প্রশ্ন, যেখানে হাতেগোনা শিক্ষক আর পরীক্ষা কেন্দ্র সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেখানে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করবে?

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরীক্ষা বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'আগে এমসিকিউ অংশের পরীক্ষা নেয়ায় শিক্ষার্থীদের ফল খারাপ হওয়ার ধারণা অমূলক। এটা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ফল বা সার্বিক পাসের হারে কোনো প্রভাব ফেলবে না।' তিনি বলেন, 'বরং আমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছি। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, পরীক্ষার হলের পরিবেশ এখন অনেক ভালো। শেষে এমসিকিউ নিলে পরীক্ষার হলের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। এখন পরে আরও পরীক্ষা দিতে হবে বলে ছাত্রছাত্রীরা শৃঙ্খলায় থাকছে।'

ছাত্রছাত্রীদের খসড়া করার সুযোগ নষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে ড. শ্রীকান্ত বলেন, 'রাফ (খসড়া) করতে হবে এমন (এমসিকিউ) প্রশ্ন না করতে আমরা প্রশ্ন প্রণেতা ও সংশোধনকারীদের নির্দেশনা দিয়েছি। আশা করছি, এ ধরনের প্রশ্ন থাকবে না। শিক্ষার্থীদের রাফও করতে হবে না। সুতরাং তাদের নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দেয়ার অনুরোধ করছি।'

১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম এমসিকিউ প্রশ্ন যুক্ত করা হয়। সেই থেকে এসএসসি-এইচএসসিতে শুরুতে তত্ত্বীয় অংশের এবং শেষে নেয়া হয় এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষা হচ্ছে। এই সুযোগে একশ্রেণীর শিক্ষক আগেভাগে প্রশ্নের প্যাকেট খুলে উত্তর তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করেন। গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকার একটি কেন্দ্রে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপরই সরকার শুরুতে এমসিকিউ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়।